সংবাদ

তারিখ ... 29 DEC 2016 ...
পৃষ্ঠা ... ৫ ... কলাম ... ২ ...

জাবিতে শিক্ষক নিয়োগ পুনর্বিবেচনার দাবি

প্রতিনিধি, জাবি

জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়ে সাম্প্রতিক সময়ে পদার্থবিজ্ঞান বিভাগে এক শিক্ষক নিয়োগ পুনর্বিবেচনার দাবিতে সংবাদ সম্মেলন করেছেন বিভিন্ন বিভাগের শিক্ষক নেতারা। গতকাল বিকেলে সাংবাদিক সমিতির কার্যালয়ে 'পদার্থবিজ্ঞান বিভাগের শুভাকাঙ্ক্ষী শিক্ষকবৃন্দ'র ব্যানারে তারা এ সংবাদ সম্মেলন করেন। এতে লিখিত বক্তব্য পাঠ করেন বিভাগটির অধ্যাপক মো. শফিকুল ইসলাম। এ সময় বিভাগটির শিক্ষক পদার্থ বিজ্ঞানী অধ্যাপক এ এ মামুন, অধ্যাপক মো. সালাহউদ্দিন ও শারমীন সুলতানার পাশাপাশি অধ্যাপক নাসিম আখতার হোসাইন (সরকার ও রাজনীতি), অধ্যাপক এটিএম আতিকুর রহমান (ইতিহাস), অধ্যাপক মোহা. মুজিবুর রহমান (পরিসংখ্যান), অধ্যাপক এএসএম আনোয়ারুল্লাহ ভূঁইয়া (দর্শন) প্রমুখ শিক্ষকগণ উপস্থিত ছিলেন।

লিখিত বক্তব্য থেকে জানা যায়, গত ১০ ডিসেম্বর কাজী গোলাম মর্তুজা নামের অপক্ষাকৃত দুর্বল ফলাফলধারী (সিজিপিএ) এক ব্যক্তিকে শিক্ষক হিসেবে নিয়োগের জন্য অনোমোদন দেয় বিশ্ববিদ্যালয়ের সিন্ডিকেট সভা। এর আগে সিলেকশন বোর্ডও ওই ব্যক্তির জন্য সুপারিশ করে বলে জানা যায়। স্নাতক শ্রেণীতে তার প্রাপ্ত সিজিপিএ ছিল ৩.৬২। যেখানে প্রথম শ্রেণীতে প্রথম হওয়াসহ ৩.৬৩ থেকে শুরু করে ৩.[redacted] সিজিপিএধারী এমন ১০ জন প্রার্থী ছিলেন। পাশাপাশি নিয়োগপ্রাপ্ত ওই ব্যক্তির অন্যান্য যোগ্যতা হিসেবে অন্য একটি বিশ্ববিদ্যালয়ের ৭ মাসের শিক্ষকতার অভিজ্ঞতা দেখানো হয় (কোন প্রকাশিত জার্নাল নেই)। যেখানে নিয়োগ না পাওয়া উল্লেখিত শিক্ষার্থীদের মধ্যে ৮ জন অন্য বিশ্ববিদ্যালয়ে ৪ মাস থেকে কয়েক বছর ধরে শিক্ষকতা করছেন এবং এদের মধ্যে ৭ জন প্রার্থী ছিলেন যাদের আন্তর্জাতিক জার্নালে প্রকাশিত জার্নালের সংখ্যা এক থেকে ৩২টি। ওই ব্যক্তির নিয়োগের জন্য বিভাগটির সভাপতি অধ্যাপক মো. আবদুল মান্নান চৌধুরীসহ বিশ্ববিদ্যালয় প্রশাসনের কয়েকজন কর্তাব্যক্তিকে দায়ী করেছেন সংশ্লিষ্ট শিক্ষকগণ। এই নিয়োগকে কেন্দ্র করে ইতোমধ্যে এক প্রতিবাদলিপিতে শিক্ষা কর্মকাণ্ড ছাড়া সকল কাজে বিভাগীয় সভাপতিকে অসহযোগিতার ঘোষণা দিয়েছেন উপস্থিত শিক্ষকগণসহ বেশ কয়েকজন শিক্ষক।

এ ব্যাপারে বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য অধ্যাপক ফারজানা ইসলাম বলেন, বিভাগীয় সভাপতিসহ সিলেকশন বোর্ডের সদস্যদের সুপারিশক্রমে এ নিয়োগ দেয়া হয়েছে। সে ইলেকট্রনিক্সে এক্সপার্ট। এর আগে বিভাগটিতে প্লাজমা এক্সপার্ট প্রার্থী চাওয়া হয়েছিল তখন সে ধরনের এক্সপার্ট প্রার্থীকে নিয়োগ দেয়া হয়েছে।

সংবাদ সম্মেলনে শিক্ষক মঞ্চের আহ্বায়ক অধ্যাপক নাসিম আখতার হোসাইন, অধ্যাপক এ এ মামুন ও উদীচী শিল্পীগোষ্ঠী জাবি শাখার সভাপতি অধ্যাপক এ এস এম আনোয়ারুল্লাহ ভূঁইয়াসহ উপস্থিত শিক্ষকগণ অন্যান্য বিভাগগুলোতেও নিয়োগ প্রক্রিয়ায় বড় ধরনের অনিয়মের কথা উল্লেখ করে একটি শক্তিশালী নিয়োগ নীতিমালা করার জোর দাবি জানান। এক্ষেত্রে তারা সাম্প্রতিক সময়ে টিআইবির প্রকাশিত প্রতিবেদনের উপরও গুরুত্বারোপ করেন। এছাড়া সিলেকশন বোর্ডে বাইর থেকে যেসকল এক্সপার্টগণ আসেন তাদের স্বচ্ছতা ও যোগ্যতা নিয়েও প্রশ্ন তোলেন তারা।